জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ
ও
প্রতিরোধ আইন, ২০২০

Vetted and found
in order.

Quamrun
08.3.2020

(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ধারণ, ক্রয়-বিক্রয় এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ও
প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত বিল-২০২০।

সূচিপত্র ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং-
১	ভূমিকা , সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন এবং প্রয়োগ।	০১
২	সংজ্ঞা-	০১-০৩
৩	আইনের প্রাধান্য	০৩
৪	জাতীয় কমিটি	০৩
৫	জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী	০৪
৬	জাতীয় কমিটির সভা	০৫-
৭	জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সেল	০৫-০৭
৮	জেলা কমিটি	০৭
৯	জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী	০৭-০৮
১০	জেলা কমিটির সভা	০৮-০৯
১১	তথ্য ভান্ডার স্থাপন	০৯
১২	মোবাইল হটলাইন স্থাপন ও ইমেইল সুবিধা প্রদান এবং প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ	০৯-১০
১৩	প্রবেশ, তল্লাশী, গ্রেফতার, জব্দ ইত্যাদির ক্ষমতা	১০
১৪	অভিযোগ বা মামলা দায়ের	১০
১৫	জব্দকৃত ও বিলি-বন্দেজ	১০
১৬	জাল মুদ্রা প্রস্তুতে ব্যবহৃত উপকরণ সম্পর্কে বিধি-নিষেধ	১০
১৭	জাল মুদ্রা সংক্রান্ত অপরাধ	১১
১৮	দন্ড	১২-১৩
১৯	ক্যামেরায় গৃহীত স্থির বা ভিডিও চিত্র, রেকর্ডকৃত কথাবার্তা, পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি ইত্যাদির সাক্ষ্যমূল্য	১৩
২০	আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি	১৩-১৫
২১	মুদ্রা পরীক্ষকদের সার্টিফাইং ক্ষমতা	১৫
২২	অপরাধের বিচার, ইত্যাদি	১৫
২৩	আপিল	১৫
২৪	মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার	১৫
২৫	প্রশাসনিক জরিমানা	১৬
২৬	পুনর্বিবেচনার আবেদন	১৬
২৭	পুরস্কার	১৭
২৮	চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষমতা	১৭
২৯	অসুবিধা দূরীকরণ	১৭
৩০	বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	১৭
৩১	গভর্নরের নির্দেশনা জারীর ক্ষমতা	১৭
৩২	ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ	১৭

ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট, জাল ও অচল নোট প্রতিরোধ ও পর্যালোচনা কোষ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃ কাঃ ঢাকা

Vetted and found in order.

(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

বিল নং....., ২০২০

জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ধারণ, ক্রয়-বিক্রয় এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত বিল ।

যেহেতু কতিপয় অসাধু ব্যক্তি বিভিন্নভাবে দেশে প্রচলিত মুদ্রার আদলে জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ধারণ, পরিবহণ, ক্রয়-বিক্রয় ও সরবরাহ করিতেছে;

যেহেতু জাল মুদ্রা ব্যক্তিগত, আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় অর্থনীতির উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করিতেছে; এবং

যেহেতু জাতীয় স্বার্থে জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ধারণ, পরিবহণ, ক্রয়-বিক্রয়, সরবরাহ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ এবং মুদ্রা জালকারীদের শাস্তি পুনঃনির্ধারণ এবং নিরপরাধ জনসাধারণের আইনী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১ । **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন এবং প্রয়োগ**।- (১) এই আইন জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ আইন, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860), Special Power Act, 1974 (Act XIV of 1974) বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জাল মুদ্রা সংক্রান্ত মামলা দায়ের বা আইনগত কার্যধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রয়োগ করিতে হইবে।

২। **সংজ্ঞা**। - বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) ''**আর্থিক প্রতিষ্ঠান**'' অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২(খ) তে সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(২) **'আদালত''** অর্থ স্পেশাল জজ এর আদালত;

(৩) ''**জাল মুদ্রা**'' অর্থ- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নহে এরূপ-

(ক) মুদ্রা সদৃশ কাগজ বা ধাতব পদার্থ, যাহা প্রকৃতপক্ষে কোন মুদ্রা নহে;

জাল ও অচল নোট প্রতিরোধ ও পর্যালোচনা কোষ
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃ কাঃ ঢাকা

(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

(খ) এমন কোন মুদ্রা যাহাতে মৌলিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং সেই মৌলিক পরিবর্তনকে লুক্কায়িত করা হইয়াছে বা লুক্কায়িত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে;

(গ) স্মারক মুদ্রা সদৃশ কাগজ বা ধাতব পদার্থ, যাহা প্রকৃতপক্ষে কোন স্মারক মুদ্রা নহে;

(৪) ''**টেম্পার্ড মুদ্রা**'' অর্থ প্রতারণার উদ্দেশ্যে মুদ্রার নম্বর অথবা অন্য কোন মুদ্রণ বা অন্য কোন নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য টেম্পারিং বা ঘষা-মাজা করিয়া প্রস্তুতকৃত মুদ্রা;

(৫) ''**দাবীকৃত মুদ্রা**'' অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক এর ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক সংজ্ঞায়িত দাবীযোগ্য মুদ্রা ;

(৬) ''**পাঞ্চড্ মুদ্রা**'' অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মুদ্রা বাতিলকরণের উদ্দেশ্যে Issue Department Manual of Bangladesh Bank এ বর্ণিত বিধান মোতাবেক মুদ্রার নির্ধারিত স্থানে ছিদ্রকৃত কোন কাগুজে আসল মুদ্রা;

(৭) ''**জালকারী**'' অর্থ, কোন ব্যক্তি বা সংঘবদ্ধ জালিয়াত চক্রের কোন সদস্য কিংবা জালিয়াত চক্রের পক্ষে কর্ম সম্পাদনকারী যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ;

(৮) ''**বাংলাদেশ ব্যাংক**'' অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Bank;

(৯) ''**ব্যাংক**'' অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫(ণ) তে সংজ্ঞায়িত ব্যাংক কোম্পানী;

Vetted
(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

(১০) ''**ব্লিচ্‌ড মুদ্রা**'' অর্থ নিম্ন মূল্যমানের মুদ্রার মুদ্রণ কোন উপায়ে মুছিয়া ফেলিয়া তদস্থলে উচ্চ মূল্যমানের মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রণ করিয়া প্রস্তুতকৃত জাল মুদ্রা;

(১১) ''**বৈদেশিক মুদ্রা**'' অর্থ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এর section 2(d) তে সংজ্ঞায়িত foreign exchange;

জাল ও অচল নোট প্রতিরোধ ও পর্যালোচনা কোষ

(১২) **"মিসম্যাচড মুদ্রা"** অর্থ প্রতারণার উদ্দেশ্যে একাধিক মুদ্রার অংশবিশেষ সংযুক্ত করিয়া প্রস্তুতকৃত (Built-up) মুদ্রা;

(১৩) **"মুদ্রা"** অর্থ বাংলাদেশের বৈধ মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত কোন ধাতব মুদ্রা ও কাগুজে নোট; এবং

(১৪) **"স্মারক মুদ্রা"** অর্থ কোন বিশেষ ব্যক্তি, দিবস বা ঘটনার স্মরণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মুদ্রিত কাগুজে নোট বা ধাতব মুদ্রাকে বুঝাইবে।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। **জাতীয় কমিটি**।- (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিচালক;

(গ) অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) পুলিশ মহাপরিদর্শক কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) কর্তৃক মনোনীত তফসিলী ব্যাংকের অন্যূন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদমর্যাদার দুইজন কর্মকর্তা;

(ঞ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট এর মহাব্যবস্থাপক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) কমিটি প্রয়োজন মনে করিলে উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে কমিটিতে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

৫। **জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) জাল মুদ্রার হালনাগাদ পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ;

(খ) জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ধারণ, পরিবহণ, ক্রয়-বিক্রয়, সরবরাহ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(গ) জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সেলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) জনগণ যাহাতে ইচ্ছা করিলে ব্যাংকিং লেনদেনের বাহিরেও ব্যক্তিগত লেনদেনের অর্থ ব্যাংকসমূহের যে কোন শাখা হইতে ব্যাংকিং সময়সূচির মধ্যে পরীক্ষা করাইয়া লইতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

(ঙ) গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সহিত সমন্বয়ের মাধ্যমে মুদ্রা জালকরণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ;

(চ) জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ক্রয়-বিক্রয় ও সরবরাহ প্রতিরোধকল্পে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান;

(ছ) জাল মুদ্রা প্রস্তুতের উপযোগী কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপাদানসমূহের সরবরাহ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(জ) মুদ্রা জালকরণ সংক্রান্ত অপরাধ সনাক্তকরণ এবং অপরাধীকে গ্রেফতারে সহায়তা প্রদানকারী এবং মুদ্রা জালকরণ প্রতিরোধ কার্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পুরস্কার অথবা প্রণোদনা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঝ) জেলা কমিটির কার্যক্রম মনিটরিংসহ উক্ত কমিটিকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;

(ঞ) জাল মুদ্রা সংক্রান্ত মামলা সম্পর্কে জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সেল এবং মামলা পরিচালনাকারীকে নির্দেশনা প্রদান; এবং

(ট) জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচলিত মুদ্রার নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যসমূহ বহুল প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ।

Vetted (QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

৬। **জাতীয় কমিটির সভা**।- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে জাতীয় কমিটি উহার সভার স্বীয় কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) সভার আলোচ্যসূচি, তারিখ, স্থান ও সময় সভাপতি কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে শর্ত থাকে যে, কোন কারণে সভাপতি সভায় উপস্থিত হইতে না পারিলে তাহার কর্তৃক মনোনীত এবং সভায় উপস্থিত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) প্রতি বৎসর কমিটির অন্যূন ২(দুই) টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৬) সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) সভাপতি, সদস্যগণের সহিত আলোচনাক্রমে, প্রয়োজনে, সভার আলোচ্যসূচির সহিত সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ কোন ব্যক্তিকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির ভোট প্রদানের কোন ক্ষমতা থাকিবে না।

(৮) কেবল কমিটি গঠনে ত্রুটি বা সদস্য পদে শূন্যতাজনিত কারণে উহার কোন কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তদ্‌সম্পর্কে আদালতে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৭। **জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সেল**।- (১) জাতীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট এর সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সেল গঠিত হইবে। যথাঃ

(ক) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ন্যূনতম উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(খ) তথ্য মন্ত্রণালয়ের ন্যূনতম উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(গ) পুলিশ সদরদপ্তর এর ন্যূনতম সহকারী মহাপুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

Vetted
Qnessa
(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট
জাল ও অচল নোট প্রতিরোধ ও পর্যালোচনা কোষ
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃ কাঃ ঢাকা

(ঘ) সিআইডি এর ন্যূনতম পুলিশ সুপার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) র‍্যাব সদরদপ্তর এর ন্যূনতম পরিচালক বা উপ-পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) বিজিবি এর ন্যূনতম অতিরিক্ত পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা এর ন্যূনতম যুগ্ম-পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার ন্যূনতম উপ-পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট এর যুগ্ম পরিচালক যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন;

(২) জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সেল এর দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) জাল মুদ্রা প্রস্তুতে ব্যবহৃত সহায়ক দ্রব্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং উক্ত দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রণয়ন এবং জাতীয় কমিটির সভায় উপস্থাপন;

(খ) জাল মুদ্রা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সহিত সমন্বয় সাধন;

(গ) জাতীয় কমিটির সভাপতির সহিত আলোচনাক্রমে উক্ত কমিটিতে উপস্থাপনীয় জাল মুদ্রা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত;

(ঘ) জেলা কমিটিসমূহ হইতে প্রাপ্ত তথ্য ও সুপারিশ গুরুত্ব অনুযায়ী জাতীয় কমিটির সভায় প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন;

(ঙ) জাতীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নার্থে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(চ) জেলা কমিটির কার্যক্রম মনিটরিংসহ উক্ত কমিটিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(ছ) জাল মুদ্রা প্রবণ এলাকাসমূহ চিহ্নিত করতঃ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(জ) জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সেল কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও সম্পাদিত কার্যের বিষয়ে জাতীয় কমিটিকে অবহিতকরণ;

Verified
Quamrun
(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট
জাল ও অচল নোট প্রতিরোধ ও পর্যালোচনা কোষ
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃ কাঃ ঢাকা

(ঝ) বিভিন্ন জেলার জাল মুদ্রার প্রবাহ এবং মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক জাতীয় কমিটিকে অবহিতকরণ;

(ঞ) সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক বা জাতীয় কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৮। **জেলা কমিটি**।- জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে সকল জেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি করিয়া জেলা কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট;

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিস রহিয়াছে এরূপ জেলাগুলিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক মনোনীত ন্যুনতম যুগ্ম-পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা;

(ঙ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত জেলা সদরে অবস্থিত তফসিলী ব্যাংকসমূহের মহাব্যবস্থাপক বা উপমহাব্যবস্থাপক বা সহকারী মহাব্যবস্থাপক পদমর্যাদার অনধিক চারজন কর্মকর্তা;

(চ) সীমান্তবর্তী জেলার ক্ষেত্রে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ১ম শ্রেণীর একজন কর্মকর্তা;

(ছ) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা এর ন্যূনতম সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) সিআইডির সহকারী পুলিশ সুপার/ সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার সহকারী পরিচালক কিংবা তদুর্দ্ধ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) জেলার দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর; এবং

(ট) সোনালী ব্যাংক লিঃ এর চেস্ট শাখার ব্যবস্থাপক, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।

৯। **জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী**।- জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;

Vetted
Qmessa
(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

(খ) জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সেলের সহিত সমন্বয়ের মাধ্যমে জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(গ) জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সেলকে অবহিতকরণ;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট জেলার জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধকল্পে সুপারিশ প্রস্তুতপূর্বক উহা জাতীয় কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সেলে প্রেরণ;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট জেলার আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহকে এতদসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান ;

(চ) জাল মুদ্রার অনুপ্রবেশ রোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(ছ) জনসচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্তে জেলা তথ্য কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান;

(জ) জাল মুদ্রা সংক্রান্ত বিচারাধীন মামলা মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় হালনাগাদ তথ্য জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সেলে প্রেরণ; এবং

(ঝ) জাতীয় কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব।

১০। **জেলা কমিটির সভা**।- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে জেলা কমিটি উহার সভার স্বীয় কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) সভার আলোচ্যসূচি, তারিখ, স্থান ও সময় সভাপতি কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে শর্ত থাকে যে, কোন কারণে সভাপতি সভায় উপস্থিত হইতে না পারিলে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত সভায় উপস্থিত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

Vetted
Qnessa
(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

(৫) প্রতি বৎসর কমিটির অন্যূন ০৪(চার) টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। তবে, বিশেষ পরিস্থিতিতে সভাপতি জরুরী সভা আহবান করিতে পারিবেন।

(৬) সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতির ভিত্তিতে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) সভাপতি সদস্যগণের সহিত আলোচনাক্রমে প্রয়োজনে সভার আলোচ্যসূচির সহিত সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ কোন ব্যক্তিকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে না।

১১। **তথ্য ভান্ডার স্থাপন**।- (১) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট জাল মুদ্রা বাহক, সরবরাহকারী, প্রস্তুতকারী, বিপণনকারী এবং মুদ্রা প্রস্তুতে ব্যবহৃত আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সম্পর্কিত একটি তথ্য ভান্ডার পরিচালনা করিবে।

(২) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা গোয়েন্দা সংস্থা জাল মুদ্রা সংক্রান্ত কোন তথ্য সম্পর্কে অবহিত হইলে বা কোন আইনগত কার্যধারা রুজু করিলে তাহারা উক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্টকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাপ্ত তথ্য ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট নির্ধারিত পদ্ধতিতে তথ্য ভান্ডারে সংরক্ষণ করিবে। উক্ত তথ্য জাল নোট প্রতিরোধ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির বা সেল সম্পর্কিত সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সরবরাহ করিবে।

(৪) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জাল মুদ্রা সংক্রান্ত কোন আইনগত কার্যধারা পরিচালনার প্রয়োজনে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তথ্য ভান্ডারে রক্ষিত তথ্য ব্যবহার করিতে পারিবে।

১২। **হটলাইন, মোবাইল** application, **ই-মেইল ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ**।- (১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তথ্য প্রদানকারী মুদ্রা জালকরণ সংক্রান্ত তথ্য যাহাতে সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করার সুযোগ পান সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হটলাইন, মোবাইল application এবং ই-মেইল ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

Vetted
(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

(২) মোবাইল ফোন, টেলিফোন, ই-মেইল বা অন্য যে কোন উপায়ে প্রাপ্ত মুদ্রা জালকরণ সম্পর্কিত অপরাধের তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংক যথাশীঘ্র নিকটস্থ থানা এবং পুলিশ মহাপরিদর্শককে অবহিত করিবে।

(৩) হটলাইন, মোবাইল application. ই-মেইল, বা অন্য যে কোনভাবে তথ্য প্রাপ্তির পদ্ধতি পরিচালনা সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে।

১৩। **প্রবেশ, তল্লাশী, গ্রেফতার, জব্দ ইত্যাদির ক্ষমতা**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কিংবা সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা জাল মুদ্রা প্রস্তুত হয় এইরূপ কোন সন্দেহজনক স্থানে প্রবেশ, পরিদর্শন এবং বিনা পরোয়ানায় তল্লাশী করিতে পারিবে।

(২) তল্লাশীকালে জাল মুদ্রা প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত কোন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গ্রেফতার করা যাইবে।

(৩) তল্লাশীকালে প্রাপ্ত সন্দেহজনক মুদ্রা, জাল মুদ্রা লেনদেন হইতে প্রাপ্ত প্রচলিত বৈধ স্থানীয় মুদ্রা বা বৈদেশিক মুদ্রা (নগদ বা ব্যাংক হিসাব বা প্লাস্টিক মানি যাহাই থাকুক না কেন), সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, কাগজ-কালি, কেমিক্যালসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি জব্দ করা যাইবে।

১৪। **অভিযোগ বা মামলা দায়ের**।- কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিলে তাহার বিরুদ্ধে পুলিশ অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অথবা সংক্ষুব্ধ প্রতিষ্ঠানের কোন প্রতিনিধি নিকটস্থ থানা অথবা আদালতে অভিযোগ বা মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

১৫। **জব্দকৃত ও বিলি-বন্দেজ**।- এই আইনের অধীনে জব্দকৃত দ্রব্যাদি আদালতের বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে এবং তিনি উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহার, হস্তান্তর, নিলাম, সরকারী কোষাগারে জমাকরণ বা অন্য কোন পদ্ধতিতে বিলি বন্দেজের ব্যবস্থা করিবেন।

১৬। **জাল মুদ্রা প্রস্তুতে ব্যবহৃত উপকরণ সম্পর্কে বিধি-নিষেধ**।- বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শক্রমে সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা জাল মুদ্রা প্রস্তুতে ব্যবহৃত কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি বা যন্ত্রপাতিসহ যে কোন উপকরণ উৎপাদন, সংরক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয় বা সরবরাহ বা আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

Vetted
(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

১৭। **জাল মুদ্রা সংক্রান্ত অপরাধ**।- নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মুদ্রা জালকরণ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে, যথাঃ-

(ক) মুদ্রা জাল করণ;

(খ) জাল মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়;

(গ) জাল মুদ্রাকে খাঁটি বলিয়া ব্যবহার বা লেনদেন;

(ঘ) আইনানুগ উদ্দেশ্য ব্যতীত জাল মুদ্রা দখলে রাখা;

(ঙ) জাল মুদ্রা বিদেশ হইতে দেশে বা দেশ হইতে বিদেশে সরবরাহ বা পরিবহন বা পাচার;

(চ) ব্লিচ্ড বা টেম্পার্ড বা মিসম্যাচ্ড মুদ্রা প্রস্তুত, ক্রয়-বিক্রয় ও পাঞ্চড্ মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেনে ব্যবহার বা বহন বা দখলে রাখা;

(ছ) বাংলাদেশ ব্যাংক বা অনুমোদিত প্রিন্ট বা মিন্ট কর্তৃক বাতিলকৃত বিকৃত মুদ্রা বাজারজাতকরণ বা লেনদেনে ব্যবহার;

(জ) জাল মুদ্রা তৈরী করিবার যন্ত্রপাতি বা উপাদান বা দ্রব্যাদি প্রস্তুত বা সরববরাহ বা আমদানি-রপ্তানি বা পাচার বা মেরামত বা বহন বা সংরক্ষণ বা ক্রয়-বিক্রয়;

(ঝ) জাল মুদ্রা তৈরীকরণ সংক্রান্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন বা এতদ্সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান;

(ঞ) জাল মুদ্রা তৈরী সংক্রান্ত ফাইল এর হার্ডকপি কিংবা সফটকপি দখলে রাখা;

(ট) এই ধারার দফা (ক) হইতে দফা (ঞ) তে বর্ণিত অপরাধে যে কোন উপায়ে সহায়তা করণ;

(ঠ) এই আইনের ধারা ১৬ এর অধীন আরোপিত বিধি-নিষেধের লঙ্ঘন করা ;

(ড) জাল অথবা আসল মুদ্রা সম্পর্কিত কোন অসত্য গুজব ছড়ানো; এবং

(ঢ) বাংলাদেশী নতুন অথবা পুরাতন যে কোন প্রকার মুদ্রা মুনাফা অর্জন, প্রতারণা অথবা অন্য যে কোন অসৎ উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয়;

Vetted
Qumrea
(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
Legal Retainer, Bangladesh Bank

জাল ও অচল নোট প্রতিরোধ ও পর্যালোচনা কোষ
ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃ কাঃ ঢাকা

১৮। দন্ড।- (১) কোন ব্যক্তি এই আইনের ধারা ১৭ এর দফা (ক) হইতে দফা (ছ) তে উল্লিখিত অপরাধ প্রথমবার সংঘটন করিলে নিম্নরূপ দন্ডে দন্ডিত হইবে, যথা:-

(ক) যে কোন মূল্যমানের মুদ্রা ১০০ (একশত) পিসের কম হইলে অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড;

(খ) যে কোন মূল্যমানের মুদ্রা ১০০ (একশত) পিসের অধিক কিন্তু ৫০০ (পাঁচশত) পিসের কম হইলে অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড; এবং

(গ) যে কোন মূল্যমানের মুদ্রা ৫০০ (পাঁচশত) পিসের অধিক হইলে অনূর্ধ্ব ৭ (সাত) বৎসর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।

(২) কোন ব্যক্তি এই আইনের ধারা ১৭ এর দফা (ক) হইতে দফা (ছ) তে উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয়বার সংঘটন করিলে উহার দন্ড হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) যে কোন মূল্যমানের মুদ্রা ১০০ (একশত) পিসের কম হইলে অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড;

(খ) যে কোন মূল্যমানের মুদ্রা ১০০ (একশত) পিসের অধিক কিন্তু ৫০০ (পাঁচশত) পিসের কম হইলে অনূর্ধ্ব ৭ (সাত) বৎসর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড; এবং

(গ) যে কোন মূল্যমানের মুদ্রা ৫০০ (পাঁচশত) পিসের অধিক হইলে অনূর্ধ্ব ১২ (বারো) বৎসর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।

(৩) কোন ব্যক্তি এই আইনের ধারা ১৭ এর দফা (ক) হইতে দফা (ছ) তে উল্লিখিত অপরাধ তৃতীয় বা তদুর্ধ্ববার সংঘটন করিলে উহার দন্ড হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) যে কোন মূল্যমানের মুদ্রা ১০০ (একশত) পিসের কম হইলে অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড;

(খ) যে কোন মূল্যমানের মুদ্রা ১০০ (একশত) পিসের অধিক কিন্তু ৫০০ (পাঁচশত) পিসের কম হইলে অনূর্ধ্ব ১২ (বারো) বৎসর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড; এবং

Vetted
(JAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

জাল ও অচল নোট প্রতিরোধ ও পর্যালোচনা কোষ

(গ) যে কোন মূল্যমানের মুদ্রা ৫০০ (পাঁচশত) পিসের অধিক হইলে যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।

(৪) কোন ব্যক্তি এই আইনের ধারা ১৭ এর দফা (জ) হইতে দফা (ঢ) তে উল্লিখিত অপরাধ প্রথমবার সংঘটন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি এই আইনের ধারা ১৭ এর দফা (জ) হইতে দফা (ঢ) তে উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বা তদূর্ধ্ব বার সংঘটন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৬) এই আইনের ধারা ১৭ এর দফা (ড) হইতে (ঢ) তে বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করিলে উহা অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৯। **ক্যামেরায় গৃহীত স্থির বা ভিডিও চিত্র, রেকর্ডকৃত কথাবার্তা, পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি ইত্যাদির সাক্ষ্যমূল্য।**- অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জালনোট প্রস্তুত, ধারণ, বহন, ক্রয়-বিক্রয়, সরবরাহ বা উহার সাথে সম্পৃক্ত কোন অপরাধের প্রস্তুতি গ্রহণ বা উহা সংঘটনের সহায়তা সংক্রান্ত কোন ঘটনার ভিডিও চিত্র বা স্থিরচিত্র কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধারণ বা গ্রহণ করা হইলে বা কোন কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনা গোপনে বা প্রকাশ্যে কিংবা টেলিফোন, সেলফোন, ইন্টারনেট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, মেইল ব্যবহার করিয়া কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাস বা অন্য কোন মাধ্যমে ধারণ করা হইলে বা টেপ রেকর্ডার বা ডিস্কে ধারণ করা হইলে বা এতদ্‌সম্পর্কিত ছবি নির্ভরযোগ্য কোন পত্রিকায় বোধগম্য আকারে প্রতিবেদনসহ ছাপা হইলে উক্ত ভিডিও চিত্র বা স্থিরচিত্র বা টেপ বা ডিস্ক বা পত্রিকায় বোধগম্য আকারে ছাপা ছবি উক্ত অপরাধের বিচারে প্রমাণ হিসাবে আদালতে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে ।

২০। **আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি।**- (১) জাল মুদ্রার বাহক যদি সরল বিশ্বাসে মুদ্রা বহন করিয়া থাকেন এবং প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, কেবল বৈধ লেনদেনের অংশ হিসাবেই তিনি উক্ত মুদ্রা ধারণ করিতেছেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনয়ন বা মামলা দায়ের করা যাইবে না।

Vetted
(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court
Legal Retainer, Bangladesh Bank

(২) যে ব্যক্তি বা উৎস হইতে আত্মপক্ষ সমর্থনকারী ব্যক্তি জাল মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই ব্যক্তি বা উৎসকে প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ করা যাইবে এবং তিনি/তাহারা আত্মপক্ষ সমর্থনে সক্ষম না হইলে জাল মুদ্রা সরবরাহের দায় মুদ্রার বাহকসহ সরবরাহকারী ব্যক্তি বা উৎসের উপর বর্তাইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে আইনগত কার্যধারা রূজু করা যাইবে।

(৩) (ক) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তির নিকট অনধিক ১০ (দশ) টি জাল মুদ্রা পাওয়া গেলে উহা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি (ন্যূনতম ইউপি চেয়ারম্যান, সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার, পৌরসভার কাউন্সিলর), ১ম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংকের কারেন্সী অফিসার বা কোন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক শাখার ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে বিকল্প পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা যাইবে।

(৩) (খ) বিকল্প পদ্ধতি ঃ কোন ব্যক্তির নিকট অনধিক ১০টি জাল মুদ্রা পাওয়া গেলে ট্রেজারি রুলস্ পার্ট-৩ চ্যাপ্টার-৪, ধারা ৫২ তে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী নোটের সম্মুখভাগে মোটা লাল কালিতে 'Forged note' কথাটি লিখিতে হইবে এবং নোটের পশ্চাৎভাগে নোট উপস্থাপনকারীর নাম, পিতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পূর্ণ স্বাক্ষর ও তারিখ এবং নিরক্ষর হইলে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের ছাপ নিতে হইবে। উপধারা (৩)(ক) তে বর্ণিত ব্যক্তি(গণ) নোটের উৎস সম্পর্কে নোট উপস্থাপনকারী ব্যক্তি(গণ)কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন এবং তাহার বিবৃতি একটি সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করিবেন। বিবৃতির শেষাংশে বিবৃতিদাতার নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর লইতে হইবে এবং তাহার ন্যূনতম ৩(জন) সাক্ষীর নাম ও ঠিকানা উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর লইতে হইবে। নোট উপস্থাপনকারীর বিবৃতিসহ জাল নোটসমূহ বিশেষ নিরাপত্তায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট এ প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) (গ) উপধারা (৩) (ক) তে উল্লিখিত ব্যক্তি(গণ) কর্তৃক নোট উপস্থাপনকারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদে কোনরূপ সন্দেহ হইলে তাহাকে পুলিশে সোপর্দ করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) (গ) তে উল্লিখিত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য যত দ্রুত সম্ভব, লিখিতভাবে নিকটস্থ থানা-কে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত থানা যথাযথ পদ্ধতিতে উক্ত তথ্যের রেকর্ড সংরক্ষণসহ বিষয়টি তথ্য ভান্ডারে অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্টকে অবহিত করিবে । এ ক্ষেত্রে ট্রেজারী রুলস্ এর পার্ট-৩, চ্যাপ্টার-৪ এর ৫২ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

Vetted
(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme ... Bangladesh
... Bangladesh Bank

(৫) ব্যক্তির নিজের সাথে অথবা অন্য কোন স্থানে গোপনে বা প্রকাশ্যে রাখা মোট জাল মুদ্রার সংখ্যা হিসাব করিবার পর দফা ১৮ এবং দফা ২০ এর মধ্যে যেইটি প্রযোজ্য, সেইটিই বিচার্য হবে।

২১। **মুদ্রা পরীক্ষকদের সার্টিফাইং ক্ষমতা।-** মুদ্রা পরীক্ষকগণ আসল মুদ্রার নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করিয়া জব্দকৃত মুদ্রা/ মুদ্রাগুলি জাল হইবার অথবা না হইবার বিষয়ে মতামত প্রদান করিবেন। কি কারণে মুদ্রা/ মুদ্রাগুলি জাল হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে বা হয় নাই সেই বিষয়ে উপযুক্ত কারণ মতামতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করিবেন। উক্ত মতামতের উপর সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে উক্ত ব্যক্তি মাননীয় আদালতের নিকট তাহা পুন:পরীক্ষার আবেদন করিতে পারিবেন।

২২। **অপরাধের বিচার ইত্যাদি।-** (১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (Cognizable), অ-জামিনযোগ্য (Non-bailable) এবং অ-আপোষযোগ্য (Non-compoundable) হইবে।

(২) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ স্পেশাল দায়রা জজ বা ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৩) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে উহার অধীন মামলা বা অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার, আপিল এবং বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898), Evidence Act, 1872 (Act No. 1 of 1872), Limitation Act, 1908 (Act No. IX of 1908), এবং ক্ষেত্র বিশেষে Penal Code, 1860 (Act No. XLV 0f 1860) এর তৃতীয় অধ্যায়ের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

২৩। **আপিল।-** আদালতের চূড়ান্ত রায়ের বিরুদ্ধে রায় প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উচ্চ আদালতে আপিল করা যাইবে । তবে শর্ত থাকে যে, রায়ের জাবেদা নকল (Certified copy) প্রাপ্তির দিন হইতে বর্ণিত সময়সীমা কার্যকর হইবে।

২৪। **মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার।-** এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ, যেই ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) অনুসারেও বিচার্য হইবে।

Vetted
Qmoer

(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

জাল ও অচল নোট প্রতিরোধ ও পর্যালোচনা কোষ

২৫। **প্রশাসনিক জরিমানা**।- (১) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মুদ্রা লেনদেন ও সরবরাহ কার্যে নিয়োজিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কোন ব্যক্তিকে জাল মুদ্রা সরবরাহ করিলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট এ অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির পর ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট প্রচলিত বিধি বিধানের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অভিযুক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মুদ্রা লেনদেন ও সরবরাহ কার্যে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে প্রশাসনিক জরিমানা করা যাইবে এবং জরিমানার পরিমাণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে। তবে উল্লেখ্য যে, কোন ব্যাংকের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেলে সেই ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানী এ্যাক্ট এর ১০৯ ধারায় বর্ণিত বিধান মতে উক্ত ব্যাংকের বিরুদ্ধে জরিমানা করার বিধান রহিয়াছে বিধায় এই আইনে জরিমানা করা যাইবে না।

২৬। **পুনর্বিবেচনার আবেদন**।- (১) প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের কারণে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মুদ্রা লেনদেন ও সরবরাহ কার্যে নিয়োজিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান নিজেকে সংক্ষুব্ধ মনে করিলে উক্ত জরিমানা আরোপের ১৪ (চৌদ্দ) কার্য-দিবসের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্ত হইলে গভর্নর উহা নিজে নিস্পত্তি করিবেন বা উহা নিস্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ডেপুটি গভর্নরকে দায়িত্ব অর্পণ করিবেন।

(৩) গভর্নর বা তাহার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শুনানী অন্তে ৩০ (ত্রিশ) কার্য-দিবসের মধ্যে পুনর্বিবেচনার আবেদন নিস্পত্তি করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নিস্পত্তির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে এবং উহার বিরুদ্ধে আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

Vetted
(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

২৭। **পুরস্কার**।- (১) জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ধারণ, বহন, সরবরাহ, আমদানি-রপ্তানি এবং মুদ্রা প্রস্তুতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসহ আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সম্পর্কে তথ্য প্রদান কিংবা জাল মুদ্রা প্রতিরোধ কার্যে অভিনব কোন পন্থা/ উপায় উদ্ভাবন কিংবা গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরকার পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার, তথ্য প্রদানকারীকে আর্থিক পুরস্কারের পাশাপাশি কোন দ্রব্য, মেডেল বা স্মারক বা প্রণোদনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) পুরস্কারের মূল্যমান এবং পুরস্কার প্রদানের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার, সরকারি আদেশ দ্বারা বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২৮। **চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষমতা**।- জাল মুদ্রা প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বিশেষজ্ঞ সহায়তা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন দেশী ও বিদেশী সংস্থা এবং রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

২৯। **অসুবিধা দূরীকরণ**।- এই আইনের কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, এই আইনের অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

৩০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩১। **গভর্নরের নির্দেশনা জারির ক্ষমতা**।- জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে করণীয় (do's) ও অকরণীয় (dont's) সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবেন।

৩২। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন ও অনূদিত পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

Vetted
Qamrun

(QUAMRUN NESSA)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
and
Legal Retainer, Bangladesh Bank

ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট
জাল ও অচল নোট প্রতিরোধ ও পর্যালোচনা কোষ
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃ প্রাঃ ঢাকা